আমার সে ক্ষেত্রে তিল হ'ল নয় সলী।
আসিয়াছি গোস্বামীর কথা যাব বলি।।
আমি চিরদাস প্রভু দয়া কর মোরে।
যবন বলিয়া ঘৃণা না কর আমারে।।'
প্রভু হরিচাঁদ বলে 'ওহে ভক্তগণ।
কি কহে যবন সবে করহে শ্রবণ।।
গোলোক কি করে কেহ না পাইলে দিশে।
এখন গৃহেতে গিয়া ভাব বসে বসে।।'
শুনিয়া মতুয়াগণ ভাসে অশ্রুজলে।
পাগল হুঙ্কার করি জয় হরি বলে।।
ভাষাছন্দে কহে কবি তারক সরকার।
হরি হরি বল ভাই দিন নাহি আর।।
আদেশিল প্রভু দশরথ মৃত্যুঞ্জয়।
চতুর্বিংশ বর্ষ পরে পাগল উদয়।।
মহানন্দ প্রেমানন্দ বলে বার বার।
দিন গেল গেল না মনের অন্ধকার।।
হরিলীলামৃত অব্দ অর্ক মহানন্দ।
বিরচিল তারকের হৃদে মহানন্দ।।

পাগলের দৈব তামাক সেবন

একদা গোলোকচন্দ্র নিশীথে নিদ্রায়
জাগরিত রাত্রি দুই প্রহর সময়।।
হরিচাঁদ রূপ চিন্তা করেছেন বসে।
ওড়াকান্দী বাটী ঝাঁড়ু দিতেছে মানসে।।
এমন সময় হ'ল তামাক পিয়াস।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি জগতে প্রকাশ।।
হুকায় পুরিয়া জল তামাক সাজিয়া।
গোস্বামীকে মহানন্দ হুকা দিল নিয়া।।
তামাক সেবন করি হুকা দেওয়া ছলে।
ডাকিলেন 'মহানন্দ' 'মহানন্দ' বলে।।
নিদ্রাগত মহানন্দ নাহি শুনে ডাক।
মহানন্দে না দেখিয়া গোস্বামী অবাক।।
গা'তুলে গোস্বামী যান মহানন্দ দ্বারে।
ডাকিলেন 'মহানন্দ আছ নাকি ঘরে?'
মহানন্দ বলে 'মোরে ডাক কি কারণ?
গোস্বামী বলেন 'কেন এত অচেতন?
আমাকে তামাক খেতে হুকা ধ'রে দিলে।
আসামাত্র এত ঘুম কেমনে ঘু'মালে।
মহানন্দ বলে 'আমি হুকা দেই নাই।
রাত্রির মধ্যেতে আমি বাহিরে না যাই।।'
নাগরে জিজ্ঞাসা করে 'হুকা দিলে নাকি?
নাগরে বলিল 'আমি কবে দিয়া থাকি।।'
গোস্বামী গোলোক মনে মানিল আশ্চর্য্য।
কহিছে তারক এত ঠাকুরের কার্য্য।।

পাগলের গঙ্গাচর্ণা যাত্রা ও লীলাখেলা

গঙ্গাচর্ণা যা'ব বলি পাগল ছুটিল।
পথমাঝে পাগলামি করিতে লাগিল।।
কভু হাটে কভু দৌড়ে কভু দেয় বোল।
'জয় হরি বলরে গৌরহরি বোল।।'
সঙ্গেতে ছিলেন ভক্ত মতুয়ার গণ।
পাটগাঁতী খেয়া পার হয়েন যখন।।
কার্ত্তিক বাটিতে থেকে জানিবারে পায়।
'হাটে যাই' বলিয়া কার্ত্তিক দ্রুত ধায়।।
গঙ্গাচর্ণা নিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র নাম।
মধ্যম গণেশচন্দ্র কনিষ্ঠ শ্রীদাম।।
রামচন্দ্র বৈরাগীর পুত্র তিনজন।
তিন সহোদর সবে হরিপরায়ণ।।
পাগলের প্রিয়ভক্ত প্রধান কার্ত্তিক।
ঠিক যেন হনুমান নামেতে নৈষ্ঠিক।